‘বৌদ্ধ পারিবারিক আইন-২০২২’এর খসড়া

প্রস্তাবনা

বাংলাদেশে প্রধানত মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে। প্রতিটি সম্প্রদায়ের মানুষ দেশের সাধারণ নাগরিক হিসেবে জীবন যাপনের পাশাপাশি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে স্বতন্ত্র ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় রীতি-নীতি, মূল্যবোধ ও প্রথার ভিত্তিতে পারিবারিক আইন হিসেবে দেশে মুসলিম আইন, হিন্দু আইন ও খ্রিষ্টান আইন প্রচলিত আছে। তবে হাজার বছরের প্রবহমান ধর্ম-সংস্কৃতি ও সামাজিকতায় বৌদ্ধ সম্প্রদায় স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যবোধে সমুজ্জ্বল হলেও তাঁদের নিজস্ব কোন পারিবারিক আইন নেই। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মনন দর্শন, ধর্মবিশ্বাস, জীবনাচার ও আচরণ, সামাজিক প্রথা, রীতি-নীতি হিন্দু সম্প্রদায় থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হলেও বৌদ্ধদের সামাজিক ও পারিবারিক অধিকারগুলো হিন্দু আইন বা বিচারকের ন্যায়পরায়ণতা এবং সুবিবেচনা (equity and good conscience) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে। নিজেদের পারিবারিক আইন না থাকায় এদেশে বৌদ্ধদের স্বকীয় জাতিসত্তা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ বহুলাংশে বিঘ্নিত হচ্ছে, মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে, দৈনন্দিন জীবন যাপনে নানা জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে।

এ অবস্থার উত্তরণের লক্ষ্যে পবিত্র ত্রিপিটক, বৌদ্ধ জীবনাচার এবং প্রচলিত সামাজিক রীতি-নীতি ও প্রথার আলোকে বৌদ্ধ পারিবারিক আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। এ লক্ষ্যে স্বনামধন্য এডভোকেট প্রেমাংকুর বড়ুয়া কর্তৃক প্রণীত বৌদ্ধ পারিবারিক আইনের খসড়া নিয়ে দীর্ঘদিন থেকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, খাগড়াছড়িসহ বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে বৌদ্ধ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার প্রতিনিধিদের সাথে মত বিনিময় করা হয়েছে। তাঁদের সুচিন্তিত মতামত খসড়া বৌদ্ধ আইনে প্রতিফলিত হয়েছে। বুদ্ধ দেশিত পবিত্র ত্রিপিটক, আধুনিক বিশ্বসমাজ, সামাজিক বাস্তবতা, বৌদ্ধ মনন-মানস, প্রচলিত আইন ও বিধি, আদালতের সিদ্ধান্ত এবং সর্বোপরি দেশের সংবিধান ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রেখে বৌদ্ধ আইনের খসড়াটি প্রণীত হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর এক বৃহৎ অংশ চট্টগ্রামের পার্বত্য জেলাসমূহে পুরুষানুক্রমে স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছেন। তাঁদের পারিবারিক জীবনধারা স্বকীয় বৈশিষ্টের নিরিখে বৃটিশ শাসনামলে প্রণীত 'হিলট্র্যাক্ট ম্যানুয়েল-১৯০০' এর বিধান এবং তাঁদের আবহমান কালের সামাজিক প্রথা, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি অনুসারে পরিচালিত হয়ে আসছে। এ আইনের খসড়া সমৃদ্ধকরণে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদূর উ শৈ সিং-এর সভাপতিত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃতাত্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা সার্কেলের রাজা দেবাশীষ রায়সহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা তাঁদের দীর্ঘ আচরিত রীতি-নীতি, প্রথা, আচার-আচরণ নিজেদের সংস্কৃতির অংশ হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় এবং তা দেশের আইন আদালত কর্তৃক স্বীকৃত বিধায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা এবং নৃ-গোষ্ঠীর বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীদের এ পারিবারিক আইনে অন্তর্ভুক্ত না করার জন্য অনুরোধ জানান। এছাড়াও সমতল অঞ্চলে বসবাসকারী রাখাইন বৌদ্ধ নৃ-গোষ্ঠী 'বার্মিজ বুড্ডিস্ট ল' দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তাই এ আইনের খসড়া প্রণয়নে এধরনের নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব পারিবারিক আইন বা প্রথা, রীতি-নীতি আচার অনুষ্ঠানের যাতে স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন থাকে সে বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

এমতাবস্তায়, উপর্যুক্ত জনগোষ্ঠী ছাড়া দেশের অন্যান্য বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীদের জন্য এ আইন প্রযোজ্য হওয়ায় এসব বিষয় বিবেচনা করে খসড়া 'বৌদ্ধ পারিবারিক আইন ২০২২' প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়া 'বৌদ্ধ পারিবারিক আইন-২০২২' চূড়ান্তকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করা হল।

বিল নং ...., ২০২২

বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীদের বিবাহ ও উত্তরাধিকারসহ কতিপয় বিষয়ে প্রচলিত রীতি-নীতি ও প্রথা সুসংহতকরণের লক্ষে আনীত

বিল

যেহেতু বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বিবাহ ও উত্তরাধিকারসহ কতিপয় বিষয়ে প্রচলিত রীতি-নীতি ও প্রথা সুসংহতকরণের লক্ষ্যে বিধান প্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়,

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণীত হইল:

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ**। (১) এই আইন বৌদ্ধ পারিবারিক (বিবাহ, উত্তরাধিকার, ইত্যাদি) আইন, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) ইহা বাংলাদেশী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের (পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতি-সত্তা এবং নৃ-গোষ্ঠীর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণ ব্যতীত) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ব্যতীত দেশের অন্যান্য এলাকার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী কোন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা এবং নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব পারিবারিক আইন, বিধি-বিধান বা প্রথা বিদ্যমান এবং কার্যকর থাকিলে তাহাদের জন্য এই আইন প্রযোজ্য হইবে না।

২। **সংজ্ঞা**। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) ''বৌদ্ধ'' অর্থ বংশপরম্পরায় বৌদ্ধ ধর্মানুসারী পরিবারে জাত-লালিত-পালিত পুরুষ, মহিলা বা তৃতীয় লিঙ্গধারী, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পুরুষ ও মহিলা বা তৃতীয় লিঙ্গধারী এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পরিবারে আশৈশব বৌদ্ধ ধর্মানুসারে প্রতিপালিত এবং বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে এমন পুরুষ, মহিলা বা তৃতীয় লিঙ্গধারী;

(খ) ''বিবাহবন্ধন'' অর্থ সমাজ-প্রচলিত ধারায় পুরুষ ও মহিলার স্বামী-স্ত্রী রূপে পারস্পরিক মেলবন্ধনের দ্যোতক বা বিবাহ;

(গ) 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল' অর্থ বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখায় তিন পার্বত্য জেলা রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা।

(ঘ) ''সমান পিতৃ-মাতৃক রক্ত'' এবং ''বৈমাত্রেয় রক্ত'' অর্থ যে সন্তানগণ একই পিতার ঔরসে ও একই মাতার গর্ভে জাত তাহারা পরস্পর 'সমান পিতৃ-মাতৃক রক্ত' এবং যে সন্তানগণ একই পিতার ঔরসে কিন্তু ভিন্ন মাতার গর্ভে জাত তাহারা পরস্পর 'বৈমাত্রেয় রক্ত';

(ঙ) ''বৈপিত্রেয় রক্ত'' ও "বৈপিত্রেয় সন্তান" অর্থ যে সন্তানগণ একই মাতার গর্ভে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পিতার ঔরসে জাত তাহারা পরস্পর 'বৈপিত্রেয় রক্ত'। বৈপিত্রেয় সন্তান অর্থাৎ স্ত্রীর পূর্ব বিবাহবন্ধনজনিত পূর্বস্বামীর ঔরসে জাত সন্তান।

(চ) ‘‘সম বংশোদ্ভূত” বা “সমজ্ঞাতিভুক্ত’’ অর্থ যদি দুই জন ব্যক্তি পরস্পর একই পিতৃপুরুষের বংশধারার রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত হয় তাহা হইলে একজনকে অপর জনের সমবংশোদ্ভূত বলা হয়। পিতার ভ্রাতার পুত্র কিংবা কন্যা সমবংশোদ্ভূত। কিন্তু পিতার ভগ্নীর পুত্র এবং কন্যা সমবংশোদ্ভূত গণ্য হইবেন না। নর-নারী উভয়ের পিতৃকুলে ঊর্ধ্বদিকের পাঁচ পুরুষ এবং মাতৃকুলে ঊর্ধ্বদিকের তিন পুরুষ; এ পাঁচ পুরুষ ও তিন পুরুষ গণনা করিবার সময় নর-নারী ইহাতে অন্তর্ভুক্ত থাকে অর্থাৎ ঐ নর-নারীকে বাদ দিলে যথাক্রমে ঊর্ধ্বদিকের চার পুরুষ ও ঊর্ধ্বদিকের দুই পুরুষ;

(ছ) “জ্ঞাতি” অর্থ যদি দুই জন ব্যক্তি পরস্পর পিতৃপুরুষের বংশধারার রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত নয় অথচ মাতৃকূলের বংশধারার সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়, তাহা হইলে একজনকে অপর জনের জ্ঞাতি বলা হয়;

(জ) ‘‘সন্তান’’ অর্থ পুত্র, কন্যা এবং তৃতীয় লিঙ্গধারী। সন্তান বলিতে বিবাহবন্ধনজনিত স্বাভাবিকভাবে জাত পুত্র, কন্যা বা তৃতীয় লিঙ্গধারী এবং সর্বসাধারণের জ্ঞাতসারে দত্তকরূপে গৃহীত পুত্র বা কন্যাকেও বুঝাইবে;

(ঝ) “বিবাহ বর্হিভূত জাত সন্তান” বৈধ বিবাহের মাধ্যমে জাত নয় এমন সন্তান। অর্থাৎ যে সন্তান তাহার পিতা/মাতার বিবাহবন্ধনে আইনসম্মতভাবে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে তাহাদের বিবাহ বর্হিভূত সম্পর্কের ফলে জন্মলাভ করিয়াছে। পিতৃপুরুষের সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভের প্রশ্নে বিবাহ বর্হিভূত জাত সন্তান উত্তরাধিকারী সন্তান বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঞ) “মূলধনী” অর্থ যিনি উত্তরাধিকার সূত্রে বা স্বোপার্জিত স্থাবর অস্থাবর (ব্যবসাসহ) সম্পত্তির মালিক যাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারের বিধি ব্যবস্থা কার্যকর হইবে;

(ট) ‘‘অধোদিক ধাপের জ্ঞাতিগণ’’ অর্থ যাহারা মূলধনীর সংগে সম্পর্কিত কিন্তু কোনো ঊর্ধ্বদিক বা আরোহন ধাপের বিচারে নয়। যেমন, পুত্রের কন্যার পুত্রের পুত্র এবং কন্যার পুত্রের পুত্রের পুত্র;

(ঠ) ‘‘ঊর্ধ্বদিক ধাপের জ্ঞাতিগণ’’ অর্থ যাহারা কেবল ঊর্ধ্বদিক ধাপের দিক হইতে মূলধনীর সংগে সম্পর্কিত, অধোদিক ধাপের দিক হইতে নহে। যেমন, পিতার মাতার পিতা এবং মাতার পিতার পিতা;

(ড) ‘‘সমান জ্ঞাতিবংশোদ্ভূত জ্ঞাতি’’ অর্থ যাহারা মূলধনীর সংগে ঊর্ধ্বদিক ধাপ ও অধোদিক ধাপ উভয় দিক হইতে সম্পর্কিত। যেমন, পিতার ভগ্নীর পুত্র এবং মাতার ভ্রাতার পুত্র;

(ঢ) ‘‘নির্ভরশীল এবং ভরণ-পোষণের অধিকারী’’ বলিতে মূলধনীর সংগে সম্পর্কিত নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদের বুঝাইবে:

(১) পিতা

(২) মাতা

(৩) বিধবা স্ত্রী (যতদিন না তিনি অন্য পুরুষের সংগে পুনঃ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন);

(৪) পুত্র অথবা পূর্বমৃত পুত্রের পুত্র অথবা পূর্বমৃত পুত্রের পূর্বমৃত পুত্রের পুত্র (যতদিন পর্যন্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকে)। তবে শর্ত থাকে যে –

(ক) পৌত্রের অধিকার বর্তাইবে যদি সে তাহার পিতার অথবা মাতার ভূ-সম্পত্তির অথবা অন্য কোনোরূপ সম্পদের আয় হইতে ভরণ-পোষণ না পায়,

(খ) প্রপৌত্রের অধিকার বর্তাইবে যদি তাহার পিতার অথবা মাতার অথবা পিতামহের অথবা পিতামহীর কোনোরূপ ত্যাজ্যবিত্ত হইতে ভরণ-পোষণ না পায়;

(৫) অবিবাহিতা কন্যা অথবা পূর্বমৃত পুত্রের অবিবাহিতা কন্যা অথবা পূর্বমৃত পুত্রের পূর্বমৃত পুত্রের অবিবাহিতা কন্যা (বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত)। তবে শর্ত থাকে যে–

(ক) পৌত্রীর অধিকার থাকিবে যদি তাহার পিতার অথবা মাতার কোনোরূপ

সম্পত্তি হইতে তিনি ভরণ-পোষণ না পান,

(খ) প্রপৌত্রীর অধিকার থাকিবে যদি তাঁহার পিতার অথবা মাতার অথবা পিতামহের অথবা পিতামহীর কোনোরূপ সম্পত্তি হইতে ভরণ-পোষণ না পান;

(৬) বিধবা কন্যা, যদি তিনি–

(ক) তাঁহার স্বামীর ত্যাজ্যবিত্ত হইতে ভরণ-পোষণ না পান, অথবা

(খ) তাঁহার পুত্রের অথবা কন্যার (যদি থাকে) কাছ হইতে অথবা তাঁহাদের অবর্তমানে তাঁহাদের ত্যাজ্যবিত্ত হইতে ভরণ-পোষণ না পান, অথবা

(গ) তাঁহার শ্বশুর-শাশুড়ির অথবা শ্বশুরের পিতার কাছ হইতে অথবা তাঁহাদের যে কোনো একজনের ত্যাজ্যবিত্ত হইতে ভরণ-পোষণ না পান;

(৭) পুত্রের বিধবা অথবা পূর্বমৃত পুত্রের বিধবা অথবা পূর্বমৃত পুত্রের পুত্রের বিধবা স্ত্রী যতদিন পুনঃবিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না হয়, এ শর্তে যে, যদি তিনি তাঁহার স্বামীর ত্যাজ্যবিত্ত হইতে অথবা তাঁহার পুত্রের অথবা কন্যার কাছ হইতে অথবা তাঁহাদের অবর্তমানে তাঁহাদের ত্যাজ্যবিত্ত হইতে কোনরূপ ভরণ-পোষণ না পান; এবং পৌত্রের বিধবা যদি তাঁহার শ্বশুর-শাশুড়ির ত্যাজ্যবিত্ত হইতেও কোনোরূপ ভরণ-পোষণ না পান;

(৮) অপ্রাপ্তবয়স্ক বিবাহ বর্হিভূত জাত পুত্র;

(৯) অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যা বা অবিবাহিতা বিবাহ-বর্হিভূত জাত কন্যা (বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত);

(১০) অপ্রাপ্তবয়স্ক বিবাহ বর্হিভূতজাত তৃতীয় লিঙ্গধারী সন্তান;

(ণ) ''অপ্রাপ্ত বয়স্ক'' অর্থ যে কোন পুরুষ অথবা মহিলা যাহার বয়স আঠার বছর পূর্ণ হয় নাই;

(ত) ''অভিভাবক'' অর্থ যে ব্যক্তি (পুরুষ কিংবা মহিলা) কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ অথবা মহিলার অথবা তাঁহার সম্পত্তির অথবা দেহাবয়ব ও সম্পত্তি দুয়েরই কল্যাণকামীরূপে অধিকার সংরক্ষণ করেন;

(থ) ''স্বাভাবিক অভিভাবক'' অর্থ অপ্রাপ্তবয়স্কের পিতা এবং/অথবা মাতা, পিতার এবং/অথবা মাতার সম্পাদিত দলিল দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি; পিতা এবং/অথবা মাতার অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; উপযুক্ত আদালত কর্তৃক ঘোষিত অথবা নিয়োগকৃত ব্যক্তি; বা 'কোর্ট অব ওয়ার্ডস' প্রদত্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি;

(দ) ‘‘আদালত’’ অর্থ পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫এর ২ (১) (খ) এবং ৪ ধারায় বর্ণিত আদালত এবং “গার্ডিয়ান এন্ড ওয়ার্ডস্ অ্যাক্ট ১৮৯০ (১৮৯০ এর viii নম্বর অ্যাক্ট) এর ৪ (ক) ধারা বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এখতিয়ারসম্পন্ন যে কোন দেওয়ানী আদালতসহ বাংলাদেশের প্রচলিত আইন দ্বারা এতদ উদ্দেশ্যে সৃষ্ট কোন আদালত বুঝাইবে।

(ধ) ‘‘বসতভিটি” বলিতে সাধারণ অর্থে মূলধনীর পরিবার-পরিজনসহ স্বাভাবিকভাবে বসবাসের জন্য নির্মিত এক বা একাধিক গৃহ, তৎসংলগ্ন ভিটিভূমি, অনাবাদি জমি, অথবা বাগান অথবা পারিপার্শ্বিক প্রয়োজনে শাক-সবজি উৎপাদনোপযোগী ভূখণ্ড, সফলা বা নিষ্ফলা বৃক্ষাদি, ভূমি বা ভূখণ্ড, স্বাভাবিক চলাচলপথ, জলাশয় ইত্যাদি বুঝাইবে।

(ন) ‘‘নিষেধ সম্পর্ক স্তর’’ অর্থ যদি একে অপরের বংশধারায় উর্দ্ধ পুরুষ স্তরের হয়; অথবা যদি একে অপরের বংশধারায় উর্দ্ধ দিকে অথবা নিম্মদিকে কাহারো স্বামী কিংবা স্ত্রী ছিল এমন হয়; অথবা যদি একে অপরের ভ্রাতার অথবা পিতৃ-ভ্রাতার অথবা মাতৃ-ভ্রাতার অথবা পিতামহের অথবা পিতামহীর অথবা মাতামহের অথবা মাতামহীর ভ্রাতার স্ত্রী কিংবা প্রাগোক্তদের ভগ্নীর স্বামী ছিল এমন হয়; অথবা যদি পরস্পর ভাই-বোন (বৈমাতৃক/বৈপিতৃকও অন্তর্ভুক্ত) কাকা-জেঠা-ভাইঝি, মামা-ভাগ্নী, মামী-ভাগ্নে (স্বামীর বোনের ছেলে), মাসী-বোনপো, পিসী-ভাইপো সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়;

৩। **আইনের প্রাধান্য**। বিদ্যমান অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বিবাহবন্ধন

৪। **বিবাহবন্ধন**। বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী, প্রত্যেক পুরুষ মহিলা, বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিবেন, যদি

(ক) বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কালে পুরুষ ও মহিলা অবিবাহিত হয় বা পুরুষের পূর্ববিবাহিতা স্ত্রী এবং মহিলার পূর্ববিবাহিত স্বামী বর্তমান না থাকে;

(খ) বিবাহবন্ধনকালে কোনো পক্ষ (পুরুষ-মহিলা) মস্তিষ্ক বিকৃত কিংবা দৈহিক মানসিক সুস্থতা বিবর্জিত না হয়;

(গ) বিবাহবন্ধনকালে বরের বা পাত্রের বয়স একুশ বছরের এবং কনের বা পাত্রীর বয়স আঠার বছরের কম না হয় এবং যদি বর-কনে উভয়ের নিঃশর্ত সম্মতি থাকে;

(ঘ) বিবাহবন্ধনে ইচ্ছুক পুরুষ মহিলা পরস্পর নিষেধ সম্পর্ক স্তরের না হয়।

৫। **বিবাহবন্ধনে পালনীয় অনুষ্ঠানাদি**।

বৌদ্ধ বিহার বা বিবাহ অনুষ্ঠান কার্য সম্পাদন করা যায় এমন কোন স্থানে বৌদ্ধ ভিক্ষুর পৌরহিত্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি প্রতিপালনের মাধ্যমে বিবাহবন্ধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে। অতঃপর গৃহী মন্ত্রদাতার মাধ্যমে সমাজে প্রচলিত আচারাদি পালন ও নিয়মাদি অনুসরণের মাধ্যমে সামাজিকভাবে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে।

৬। **বিবাহবন্ধনের নিবন্ধন**। (১) অন্য কোনো আইন, প্রথা ও রীতিনীতি ইত্যাদিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান অনুসারে বিবাহকার্য সম্পাদিত এলাকার সংশ্লিষ্ট বৌদ্ধ বিহারের বিহারাধ্যক্ষ/বিহার পরিচালনা কমিটির মাধ্যমে প্রতিটি বিবাহ নির্ধারিত ফি প্রদান, অত্র আইনের তফসিলে বর্ণিত নির্ধারিত ফরম পূরণ এবং নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক নিবন্ধন করিতে হইবে। উক্ত ফরম

বাংলাদেশের প্রতিটি বৌদ্ধ বিহারে সংরক্ষিত থাকিবে। বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় এই ফরম ছাপানো যাইবে।

(২) এতদ উদ্দেশ্যে প্রতিটি বিবাহের নিবন্ধন ফি নূন্যতম .... টাকা নির্ধারণ করা হইল। উক্ত নিবন্ধন ফি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট বিহারের উন্নয়ণ ফান্ডে জমা হইবে। বিবাহের পাত্র-পাত্রী প্রত্যেকে বিনা খরচায় নিবন্ধনের এক কপি করিয়া নকল প্রাপ্ত হইবেন।

(৩) নিবন্ধক বিবাহ নিবন্ধনের একটি কপি বিবাহকার্য সম্পাদিত এলাকার ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন এর সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড অফিসে প্রেরণ করিবেন। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন এর সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার দপ্তরে সংরক্ষিত নথিতে উহা রেজিষ্ট্রিভুক্ত করিবেন। এতদ উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন এর সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড অফিসে অত্র আইনের তপসিলে বর্ণিত বিধান অনুসারে রেজিষ্ট্রার সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক বছরের শুরুতে নিবন্ধন নথিতে বৎসরভিত্তিক নতুন ক্রমিক নম্বর উল্লেখপূর্বক বিবাহ নিবন্ধন করিতে হইবে।

(৫) কোন বিবাহ এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত না হইলে শুধুমাত্র এই কারণে কোন বৌদ্ধ বিবাহের বৈধতা ক্ষুণ্ন হইবে না। তবে বিবাহের ১ (এক) বছরের মধ্যে নিবন্ধন সম্পন্ন না করিলে তা ফৌজদারী অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং অনিবন্ধিত বিবাহের পাত্র পাত্রী সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। একই সাথে ৩ মাসের মধ্যে বিবাহ নিবন্ধন সম্পন্ন করিয়া সংশ্লিষ্ট কাগজ-পত্র আদালতে দাখিল করতঃ ৬(২) উপ-ধারার বিধান প্রতিপালন করিতে হইবে।

৭। **বিবাহবন্ধন বাতিল**। (১) ধারা ৪-এ বর্ণিত শর্তসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন না করিয়া কোনো বিবাহবন্ধন সংঘটিত হইলে, স্বামী বা স্ত্রী যে কেহ উক্ত বিবাহবন্ধন বাতিল ঘোষণার জন্য পারিবারিক আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন;

(২) নিম্নবর্ণিত কারণে কোনো বিবাহবন্ধন বাতিলযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে, যথা :

(ক) বিবাহবন্ধনে ৪ ধারার উপধারা (খ) লঙ্ঘিত হইলে; অথবা

(খ) বিবাহবন্ধনপূর্ব সময়ে কনে পরপুরুষের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের কারণে গর্ভবতী হইলে বা স্বামীর অন্য নারীর সহিত শারীরিক সম্পর্কের কারণে উক্ত নারী গর্ভবতী হইলে।

৮। একাধিক বিবাহ। (১) কোনো পুরুষের একাধিক স্ত্রী এবং নারীর একাধিক স্বামী থাকিবে না। তবে স্ত্রী বন্ধ্যা বা সন্তান ধারণে সম্পূর্ণ অক্ষম হইলে, সেই ক্ষেত্রে স্ত্রীর লিখিত সম্মতি গ্রহণপূর্বক সংশ্লিষ্ট বিহার পরিচালনা কমিটির অনুমতি সাপেক্ষে স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করিতে পারিবেন।

(২) স্ত্রী বিদ্যমান অবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রীর বিনা অনুমতিতে পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তাহা হইলে তিনি আদালত কর্তৃক সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থ দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। এতদসঙ্গে মামলার বাদী আদালত কর্তৃক নির্ধারিত পরিমানে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হইবেন। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণকালে আদালত বাদী বিবাদীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান বিবেচনা করিয়া স্বপ্রনোদিত সিদ্ধান্ত গ্রহন করিবেন।

৯। **বিবাহ বিচ্ছেদ**। (১) স্বামী বা স্ত্রী বিবাহের পর যে কোনো সময় বিবাহবন্ধন বিচ্ছেদ অথবা স্বতন্ত্রভাবে বসবাসের জন্য আইনে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহন করিতে পারিবেন, যদি

(ক) স্বামীর সন্তান জন্মদানে অক্ষম হন বা পুরষত্বহীনতার কারণে বা স্ত্রীর শারীরিক অক্ষমতার কারণে পরস্পরের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা সম্ভব না হইলে; অথবা

(খ) বিবাহবন্ধনের পরে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া স্বামী স্ত্রী ভিন্ন অন্য কোন নারীর সহিত এবং স্ত্রী স্বামী ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেন; বা

(গ) মামলা দায়েরের তারিখ হইতে বিবাদী নিরবচ্ছিন্নভাবে ন্যূনতম দুই বৎসর পূর্ব হইতে ইচ্ছাপূর্বকভাবে বাদীকে পরিত্যক্ত অবস্থায় রাখেন; বা

(ঘ) বিবাদী বৌদ্ধ ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করেন বা অন্য ধর্মাবলম্বীর সহিত বিবাহবন্ধন জনিত কারণে বৌদ্ধ ধর্ম পরিত্যাগ করেন; অথবা

(ঙ) বিবাদী নিরবচ্ছিন্নভাবে অনারোগ্য মানসিক বিকারগ্রস্ত হন; অথবা

(চ) অবিরামভাবে কিংবা সবিরামভাবে এমন মানসিক বিশৃংখলায় ভুগিতে থাকেন যে, বাদী যুক্তিসংগত কারণে বিবাদীর সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন যাপন করিতে অপারগ হন বা বিবাদী যদি নিষ্ঠুর দৈহিক ও মানসিক আচরণ করেন; অথবা

(ছ) বিবাদী স্থায়ীভাবে সংসারজীবন পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষু/ভিক্ষুণী সংঘের অন্তর্ভুক্ত হন; অথবা

(জ) বিবাদী নিরবচ্ছিন্নভাবে পাঁচ বছর কিংবা উহার অধিককাল যাবৎ নিখোঁজ থাকেন।

(ঝ) বিবাদী আদালত কর্তৃক চূড়ান্ত রায়ে সাত বৎসর বা বেশি সময়ের জন্য সাজাপ্রাপ্ত হন।

(ঞ) বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন করার মত আদালত কর্তৃক বিবেচিত অন্যকোন যৌক্তক কারন সমূহের জন্যে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কারনাধীনে বিবাহ বিচ্ছেদের নিমিত্ত সংক্ষুব্ধ পক্ষ সংশ্লিষ্ট জেলার লিগ্যাল এইড অফিসে দরখাস্ত বা সংশ্লিষ্ট পারিবারিক আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(৩) লিগ্যাল এইড অফিসে দরখাস্ত দাখিল করা হইলে তাহা সংশ্লিষ্ট রেজিষ্ট্রারে অর্ন্তভুক্ত করতঃ লিগ্যাল এইড অফিসার প্রতিপক্ষকে দেওয়ানী কার্যবিধিতে বর্ণিত বিধানাবলী অনুসরণপূর্বক নোটিশ প্রাদান করিবেন। অতঃপর উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানীগ্রহন পূর্বক উভয়পক্ষ সম্মত হইলে তিনি পক্ষগণকে বিবাহ বিচ্ছেদের সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন। উক্ত সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট লিগ্যাল এইড অফিসারের নামাঙ্কিত সাক্ষরযুক্ত হইবে। প্রতারণা বা জালিয়াতির অভিযোগ ব্যতীত উক্ত সার্টিফিকেট কোন আদালতে চ্যালেঞ্জযোগ্য হইবে না। নোটিশ প্রদান অন্তে প্রতিপক্ষ হাজির না হইলে লিগ্যাল এইড অফিসার কোন কার্যধারা গ্রহন না করিয়া দরখাস্তকারীর দরখাস্ত বিষয়ক গৃহীত পদক্ষেপ সংক্রান্তে একখানা প্রত্যয়ণপত্র দরখাস্তকারীকে প্রদান করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) অনুসারে লিগ্যাল এইড অফিসার কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহনে অপারগতায় বা উপধারা (৩) এ বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহন ব্যতিরেকে সংক্ষুব্ধ পক্ষ সংশ্লিষ্ট পারিবারিক আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন। আদালতে কোন মামলা দায়ের করা হইলে আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, বিবাহবিচ্ছেদের যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা হইলে আদালত যাহা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিবেন সেই মোতাবেক ডিক্রি প্রদান করিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর বিধান অনুযায়ী প্রদত্ত রায় ও ডিক্রি আপীলযোগ্য হইবে।

১০। **দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার।** স্বামী কিংবা স্ত্রী যদি কোনো যৌক্তিক অজুহাত বা কারণ ব্যতিরেকে স্বামী স্ত্রীর কিংবা স্ত্রী স্বামীর সংগে দাম্পত্য সম্পর্ক হইতে বিরত থাকেন বা নিজেকে প্রত্যাহার করিয়া নেন, তবে সংক্ষুব্ধ পক্ষ দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য পারিবারিক আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

১১। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্মতিক্রমে বিবাহ বিচ্ছেদ।

(১) স্বামী ও স্ত্রী পারস্পরিক সম্মতিক্রমে বিবাহ বিচ্ছেদের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট জেলার লিগ্যাল এইড অফিসে দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন, যদি

(ক) দরখাস্ত দাখিলের তারিখ হইতে এক বছর বা ততোধিককাল পূর্ব হইতে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর পৃথকভাবে বসবাস করেন; অথবা

(খ) স্বামী বা স্ত্রীর পরস্পরের একত্রে বসবাস অসম্ভব হয়; অথবা

(গ) বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো একান্তই আবশ্যক এই বিষয়ে পরস্পর ঐকমত্যে উপনীত হন।

(২) দাখিলকৃত দরখাস্ত শুনানী অন্তে দরখাস্ত মঞ্জুর হইলে সংশ্লিষ্ট লিগ্যাল এইড অফিসার সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে বিবাহ বিচ্ছেদের সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন। উক্ত সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট লিগ্যাল এইড অফিসারের নামাঙ্কিত সাক্ষরযুক্ত হইবে। প্রতারণা বা জালিয়াতির অভিযোগ ব্যতীত উক্ত সার্টিফিকেট কোন আদালতে চ্যালেঞ্জযোগ্য হইবে না।

১২। **বিবাহ-বিচ্ছেদ নিবন্ধন**। ধারা ৯(৩) ও ১১(২) অনুযায়ী প্রদত্ত সার্টিফিকেট বা ধারা ৯(৪) ও ৯(৫) অনুযায়ী প্রদত্ত রায় ডিক্রির কপি পক্ষগণ বিবাহ রেজিস্ট্রেশনকারী নিবন্ধন কার্যালয় এবং বিবাহকার্য সম্পাদিত এলাকার ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন এর সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড অফিসে প্রেরণ করিবেন। সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন কার্যালয় ও ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন এর সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড অফিসেরক্ষিত বিবাহ নিবন্ধন রেজিষ্ট্রারে বিচ্ছেদকৃত বিবাহের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নোট প্রদান করিবেন।

১৩। **বিবাহবিচ্ছেদের পর পুনঃবিবাহ** । (১) আদালত কর্তৃক বিবাহবন্ধন বিচ্ছেদের রায় বা ডিক্রি ঘোষণার তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে যদি বাদী বা বিবাদী কোনো পক্ষ আপিল দায়ের না করেন অথবা যথাযথ সময়ের মধ্যে আপিল দায়ের করা হইলেও তাহা যদি খারিজ হইয়া যায়, তাহা হইলে বিবাহবন্ধন বিচ্ছেদপ্রাপ্ত পুরুষ অন্য কোনো নারীর সঙ্গে এবং নারী অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে পুনর্বার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিবেন।

(২) সুস্থ মস্তিষ্ক ও স্বাধীন সম্মতিদানে সক্ষম বিচ্ছেদপ্রাপ্ত স্বামী-স্ত্রী যে কোনো সময় ধারা ৫ এর বিধান প্রতিপালনপূর্বক পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিবেন।

১৪। **বিধবার বিবাহবন্ধন**। কোনো স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর কোনো পুরুষের সহিত পুনর্বার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিবেন। একইভাবে কোন পুরুষ স্ত্রীর মৃত্যুর পর কোনো মহিলার সহিত পুনর্বার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিবেন।

১৫। বিবাহবন্ধন **বাতিল এবং বাতিলযোগ্য বিবাহজনিত জাত সন্তানের বৈধতা**। কোন বিবাহবন্ধন আদালত কর্তৃক বাতিল ঘোষিত হইলে বা কোনো বাতিলযোগ্য বিবাহবন্ধন আদালত কর্তৃক বিচ্ছেদ ঘোষিত হইলে উক্ত বাতিল ঘোষণা বা বিচ্ছেদ ঘোষণার পূর্বে বাতিল বিবাহবন্ধন বা বিচ্ছেদকৃত বিবাহবন্ধনের দম্পতির জাত সন্তান বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে ।

তৃতীয় অধ্যায়
উত্তরাধিকার

১৬। **যোগ্য উত্তরাধিকার**। কোনো মৃত বৌদ্ধ মূলধনীর ত্যাজ্য সম্পত্তি, লিখিত ও নিবন্ধিত দলিল ব্যতিরেকে, কেবলমাত্র নিম্নলিখিত বৌদ্ধ উত্তরাধিকারীগণ প্রাপ্য হইবেন, যথা :

(ক) তফসিলে বর্ণিত প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারীগণ;

(খ) তফসিলে বর্ণিত দ্বিতীয় শ্রেণীর উত্তরাধিকারীগণ;

(গ) (ক) ও (খ) শ্রেণীতে বর্ণিত কোনো উত্তরাধিকারী না থাকিলে মূলধনীর সমবংশোদ্ভূত ব্যক্তিগণ এবং

(ঘ) (ক) (খ) ও (গ) শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত কোন উত্তরাধিকারী না থাকিলে জ্ঞাতিবর্গ।

১৭। **উত্তরাধিকারীর অগ্রগণ্যতা।** উত্তরাধিকারিত্ব লাভের ক্ষেত্রে তফসিলে সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে

(ক) প্রথম শ্রেণীতে বর্ণিত উত্তরাধিকারীগণ, অন্যান্য সকল উত্তরাধিকারী ব্যতীত ধারা ১৭-এর বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত হারে সম্পত্তি লাভ করিবেন। প্রথম শ্রেণির উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে কেহ জীবিত না থাকিলে তফসিলে তালিকাভুক্তির ক্রমানুসারে পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় শ্রেণিতে বর্ণিত উত্তরাধিকারীগণ, তাঁহারা জীবিত না থাকিলে মূলধনীর সমবংশোদ্ভূত ব্যক্তিগণ সম-অধিকারের ভিত্তিতে এবং তাঁহারা জীবিত না থাকিলে জ্ঞাতিবর্গ সম-অধিকারের ভিত্তিতে সম্পত্তি লাভ করিবেন।

(খ) প্রথম শ্রেণির উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে কেহ জীবিত না থাকিলে দ্বিতীয় শ্রেণিতে বর্ণিত উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে

(১) প্রথম ধাপে তালিকাভুক্ত উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় ধাপে তালিকাভুক্ত উত্তরাধিকারী হইতে অগ্রাধিকার পাইবেন;

(২) দ্বিতীয় ধাপে তালিকাভুক্ত উত্তরাধিকারী তৃতীয় ধাপে তালিকাভুক্ত উত্তরাধিকারী হইতে অগ্রাধিকার পাইবেন;

(৩) তৃতীয় ধাপে তালিকাভুক্ত উত্তরাধিকারী চতুর্থ ধাপে তালিকাভুক্ত উত্তরাধিকারী হইতে অগ্রাধিকার পাইবেন;

(৪) চতুর্থ ধাপে তালিকাভুক্ত উত্তরাধিকারী পঞ্চম ধাপে তালিকাভুক্ত উত্তরাধিকারী হইতে অগ্রাধিকার পাইবেন;

(৫) পঞ্চম ধাপে তালিকাভুক্ত উত্তরাধিকারী ষষ্ঠ ধাপে তালিকাভুক্ত উত্তরাধিকারী হইতে অগ্রাধিকার পাইবেন;

(৬) ষষ্ঠ ধাপে তালিকাভুক্ত উত্তরাধিকারী সপ্তম ধাপে তালিকাভুক্ত উত্তরাধিকারী হইতে অগ্রাধিকার পাইবেন;

(৭) সপ্তম ধাপে তালিকাভুক্ত উত্তরাধিকারী অষ্টম ধাপে তালিকাভুক্ত উত্তরাধিকারী হইতে অগ্রাধিকার পাইবেন; এবং

(৮) অষ্টম ধাপে তালিকাভুক্ত উত্তরাধিকারী নবম ধাপে তালিকাভুক্ত উত্তরাধিকারী হইতে অগ্রাধিকার পাইবেন।

১৮। **প্রথম শ্রেণির উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে সম্পত্তি বিলি-বন্টন।** সম্পত্তির বিলি-বন্টন ব্যবস্থায়, লিখিত ও নিবন্ধিত দলিল ব্যতিরেকে, মৃত পুরুষ মূলধনীর স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি তফসিলে বর্ণিত প্রথম শ্রেণির উত্তরাধিকারীগণ নিম্নবর্ণিতভাবে লাভ করিবেন -

(ক) বিধবা স্ত্রী, (একাধিক হইলে সকলে একত্রে), মোট সম্পত্তি যত ভাগে ভাগ হইবে তাহার এক ভাগ পাইবেন;

(খ) পুত্র (একাধিক হইলে প্রত্যেকে) এক ভাগ করিয়া পাইবেন; কন্যা (একাধিক হইলে প্রত্যেকে) পুত্রের অর্ধাংশ করিয়া পাইবেন। অর্থাৎ পুত্র কন্যার দ্বিগুণ পাইবেন। তবে পুত্র সন্তান না থাকিলে কন্যা (একাধিক হইলে প্রত্যেকে) এক ভাগ অর্থাৎ পুত্রের সমান পাইবেন;

গ) মাতা এক ভাগ পাইবেন;

(ঘ) প্রত্যেক পূর্বমৃত পুত্র এবং কন্যার শাখা উত্তরাধিকারীগণ (যদি থাকেন) ১৭ (ক) ও (খ) এ বর্ণিত হারের আলোকে সম্পত্তি পাইবেন।

শারীরিক অথবা মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী কিংবা বিকলাঙ্গ কিংবা অপরিণত মনোবৃত্তিসম্পন্ন সন্তান পিতা-মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভের প্রশ্নে স্বাভাবিক অর্থে সন্তান বলিয়া গণ্য হইবেন এবং পিতা-মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভের যোগ্য হইবেন। তৃতীয় লিঙ্গের সন্তানও একইভাবে সন্তান হিসাবে গণ্য হইবে এবং এইরূপ সন্তানের ক্ষেত্রে শারীরিকভাবে পুরুষ বা মহিলা যে লিঙ্গের প্রাধান্য থাকিবে তাহার লিঙ্গ সেইরূপভাবে নির্ধারিত হইবে।

১৯। **দ্বিতীয় শ্রেণির উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে বিলি-বন্টন।** সম্পত্তির বিলি-বণ্টন ব্যবস্থার লিখিত ও নিবন্ধিত দলিল ব্যতিরেকে মৃত মূলধনীর ত্যাজ্যবিত্ত প্রথম শ্রেণির উত্তরাধিকারীগণের অবর্তমানে তফসিলে তালিকাভুক্তির ক্রমানুসারে দ্বিতীয় শ্রেণির উত্তরাধিকারীগণ পর্যায়ক্রমে অর্থাৎ প্রথম ভাগে তালিকাভুক্ত উত্তরাধিকারী লাভ করিবেন, তাঁহার অবর্তমানে দ্বিতীয় ভাগে তালিকাভুক্ত উত্তরাধিকারীগণ যুগপৎ সমান অংশে লাভ করিবেন, এইভাবে পর্যায়ক্রমে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম এবং নবম ভাগে তালিকাভুক্ত উত্তরাধিকারীগণ লাভ করিবেন।

২০। **সমবংশোদ্ভূত অথবা জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে সম্পত্তি বিলি-বণ্টন।** সম্পত্তির বিলি-বন্টন ব্যবস্থার লিখিত ও নিবন্ধিত দলিল ব্যতিরেকে মৃত মূলধনীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারের পূর্ববর্ণিত অনুক্রমিক বিন্যাসের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীভূক্ত উত্তরাধিকারীগণের অবর্তমানে উক্ত সম্পত্তি সমবংশোদ্ভূত অথবা জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে সম-অধিকারের ভিত্তিতে বণ্টিত হইবে। সমবংশোদ্ভূত অথবা জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে উত্তরাধিকারের অনুক্রমিক পর্যায় বিন্যাস নিম্নবর্ণিতভাবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে

(ক) দুই জন উত্তরাধিকারীর মধ্যে যাঁহার কোনো মধ্যবর্তী উর্ধ্বদিক ধাপ নেই তিনি অগ্রাধিকার পাইবেন।

ব্যাখ্যা : উত্তরাধিকারের দুই জন দাবিদারের মধ্যে

(১) মূলধনীর পুত্রের কন্যার পুত্র, (২) মূলধনীর কন্যার কন্যার কন্যার পুত্র এই দুইয়ের ক্ষেত্রে যেহেতু (২) ইহার দাবিদারের মাতামহীর দিক হইতে উর্ধ্বদিক ধাপ (পিতা) আছে অথচ (১)-এর দাবিদার সরাসরি ঊর্ধ্বদিক ধাপের, সেহেতু (১) এর দাবিদার অগ্রাধিকার পাইবে;

(খ) যে ক্ষেত্রে দাবিদারের উর্ধ্বদিক ধাপের সংখ্যা সমান সেই ক্ষেত্রে যাঁহার কোনো উর্ধ্বদিক ধাপ নাই তিনি অগ্রাধিকার পাইবেন; এবং

(গ) যে ক্ষেত্রে কোনো উত্তরাধিকারীই অগ্রাধিকারের যোগ্য না হন সেই ক্ষেত্রে উভয়ে যুগপৎ সম অংশে উত্তরাধিকার লাভ করিবেন।

২১। **সমবংশোদ্ভূতের বা জ্ঞাতির উত্তরাধিকারের সম্পর্কের স্তর গণনা**। সমবংশোদ্ভূতের বা জ্ঞাতির উত্তরাধিকারের অনুক্রমিক পর্যায় নির্ধারণের লক্ষে সম্পর্কের স্তর মূলধনী হইতে ঊর্ধ্বদিক ধাপ বা অধোদিক ধাপ গণনা করা হইবে। তবে উর্ধ্বদিক ধাপ বা অধোদিক ধাপ গণনার ক্ষেত্রে মূলধনী উহাতে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

২২। **ভূ-সম্পদ বিক্রয় বা হস্তান্তর।** সম্পত্তির অখণ্ডতা রক্ষার্থে এবং নিরুপদ্রব ভোগ-ব্যবহারের সুবিধার্থে উত্তরাধিকারীগণ তাহাদের নিজ নিজ প্রাপ্ত ভূ–সম্পদ বিক্রয় বা অন্যরূপে হস্তান্তর করিতে চাহিলে অন্যান্য উত্তরাধিকারীর (অগ্রাধিকার ক্রমানুসারে প্রথম শ্রেণির উত্তরাধিকারী, দ্বিতীয় শ্রেণির উত্তরাধিকারী, সমবংশোদ্ভূত ও জ্ঞাতিবর্গ) নিকটই তাহা করিতে হইবে। উক্ত উত্তরাধিকারীগণ ক্রয় করিতে লিখিতভাবে অপারগতা বা অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে বসতভিটি ছাড়া অন্যান্য ভূ-সম্পদ অন্যদের কাছে বিক্রয় বা হস্তান্তর করা যাইবে। এইক্ষেত্রে সম্পত্তি হস্তান্তরে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫০), অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইনের (১৯৪৯) সংশ্লিষ্ট বিধানসহ অগ্রক্রয় বিধান কার্যকর হইবে।

২৩। **বসতভিটি সম্পর্কিত বিশেষ বিধান।** সম্পত্তির অখণ্ডতা রক্ষার্থে এবং নিরুপদ্রব ভোগ-ব্যবহারের সুবিধার্থে উত্তরাধিকারীগণ তাঁহাদের নিজ নিজ প্রাপ্ত বসতভিটি ভূ–সম্পদ বিক্রয় বা অন্যরূপে হস্তান্তর করিতে চাহিলে অন্যান্য উত্তরাধিকারীর (অগ্রাধিকার ক্রমানুসারে প্রথম শ্রেণির উত্তরাধিকার, দ্বিতীয় শ্রেণির উত্তরাধিকার, সমবংশোদ্ভূত ও জ্ঞাতিবর্গ) নিকটই তাহা করিতে হইবে। কোনো নারী উত্তরাধিকারী যদি

অবিবাহিতা থাকেন বা স্বামী পরিত্যক্তা হন বা স্বামী হইতে আইনত বিচ্ছিন্ন হন কিংবা বিধবা হইয়া শ্বশুরবাড়ি হইতে বিতাড়িতা কিংবা নিগৃহীতা হন তাহা হইলে তাঁহার বা তাঁহাদের উক্ত বসতভিটিতে বসবাসের পূর্ণ অধিকার থাকিবে।

চতুর্থ অধ্যায়
নারীর উত্তরাধিকার

২৪। **নারীর সম্পত্তির অধিকার**। বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী এবং স্থিত যে কোনো নারীর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উপর তাঁহার পূর্ণ স্বত্ব ও অধিকার বলবৎ থাকিবে।

২৫। **নারীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার**। (১) সম্পত্তির বিলি-বণ্টন ব্যবস্থায়, লিখিত ও নিবন্ধিত দলিল ব্যতিরেকে, মৃত বৌদ্ধ মহিলা মূলধনীর ত্যাজ্য সম্পত্তি যত ভাগে ভাগ হইবে তাহার এক ভাগ স্বামী এবং বাকি অংশ ১৭ ধারায় নির্ধারিত হারে পুত্র, কন্যা, পূর্বমৃত পুত্রের পুত্র-কন্যা, পূর্বমৃত কন্যার পুত্র-কন্যা প্রাপ্য হইবেন।

(২) কোনো বৌদ্ধ মহিলা যদি তাঁহার পিতা বা মাতার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে কোনো সম্পত্তির মালিক হন, সম্পত্তি বিলি-বণ্টন ব্যবস্থায়, লিখিত ও নিবন্ধিত দলিল ব্যতিরেকে, তাঁহার মৃত্যুর পর উক্ত সম্পত্তি তাঁহার পুত্র, কন্যা, পূর্বমৃত পুত্রের পুত্র, পূর্বমৃত পুত্রের কন্যা, পূর্বমৃত কন্যার পুত্র ও পূর্বমৃত কন্যার কন্যা জীবিত না থাকিলে, সরাসরি তাঁহার মাতা এবং পিতা, তাঁহাদের অবর্তমানে পিতার উত্তরাধিকারীগণ এবং তদ-অভাবে মাতার উত্তরাধিকারীগণ সম-অধিকারের ভিত্তিতে প্রাপ্ত হইবেন।

(৩) কোনো বৌদ্ধ মহিলা যদি তাঁহার স্বামী বা তাঁহার শ্বশুরের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে কোন সম্পত্তির মালিক হন, তাহা হইলে সম্পত্তি বিলিবন্টন ব্যবস্থায়, লিখিত ও নিবন্ধিত দলিল ব্যতিরেকে, তাঁহার মৃত্যুর পর উক্ত সম্পত্তি, তাঁহার পুত্র, কন্যা, পূর্বমৃত পুত্রের পুত্র, পুর্বমৃত পুত্রের কন্যা, পূর্বমৃত কন্যার পুত্র ও পূর্বমৃত কন্যার কন্যা জীবিত না থাকিলে, সরাসরি তাঁহার স্বামী বা শ্বশুরের উত্তরাধিকারীগণ সম-অধিকারের ভিত্তিতে প্রাপ্ত হইবেন।

(৪) কোনো বৌদ্ধ মহিলা যদি তাঁহার স্বোপার্জিত সম্পত্তির মালিক হন, তাহা হইলে সম্পত্তি বিলিবন্টন ব্যবস্থায়, লিখিত ও নিবন্ধিত দলিল ব্যতিরেকে, তাঁহার মৃত্যুর পর উক্ত সম্পত্তি, তাঁহার পুত্র, কন্যা, পূর্বমৃত পুত্রের পুত্র, পুর্বমৃত পুত্রের কন্যা, পূর্বমৃত কন্যার পুত্র ও পূর্বমৃত কন্যার কন্যা জীবিত না থাকিলে, তাঁহার স্বামী বা শ্বশুরের উত্তরাধিকারীগণ এবং পিতা-মাতার উত্তরাধিকারীগণ সম-অধিকারের ভিত্তিতে প্রাপ্ত হইবেন।

পঞ্চম অধ্যায়
উত্তরাধিকারের অযোগ্যতা

২৬। **উত্তরাধিকার লাভের অযোগ্যতা**। (১) মূলধনীর সঙ্গে পূর্বমৃত পুত্রের বিধবারূপে, পূর্বমৃত পুত্রের পুত্রের বিধবারূপে, ভ্রাতার বিধবারূপে সম্পর্কের কারণে উত্তরাধিকারী হইলে, উত্তরাধিকার সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বণ্টন শুরুর দিনে যদি উক্ত যে কোনো বিধবা পুনঃবিবাহবন্ধনজনিত বৈধব্যমুক্ত হন তাহা হইলে তিনি মূলধনীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভের অযোগ্য গণ্য হইবেন।

(২) যদি কোনো উত্তরাধিকারী মূলধনীকে হত্যা করে অথবা হত্যার কাজে সহযোগিতা করে অথবা হত্যার প্ররোচনা দেয়, অথবা তাহার দেওয়া শারীরিক আঘাতজনিত কারণে মূলধনীর মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে

সে মূলধনীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব লাভের অযোগ্য গণ্য হইবে এবং অনুরূপ কারণে তাহার মাধ্যমে যাহারা পরবর্তীতে উত্তরাধিকারের ধারাবাহিকতায় উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করিতে পারিত তাহারাও মূলধনীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারের অযোগ্য গণ্য হইবে।

(৩) মূলধনীর জীবদ্দশায় কিংবা তাঁহার মৃত্যুমুহূর্তে, কিংবা মৃত্যুর পর মূলধনীর সম্পত্তির বিলি-বণ্টন ব্যবস্থার লিখিত ও নিবন্ধিত দলিল ব্যতিরেকে, সম্পত্তির উত্তরাধিকার দাবিদার যে কেহ বৌদ্ধ ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করিলে বা অন্য ধর্মাবলম্বীর সহিত বিবাহ-বন্ধনজনিত কারণে নিজ ধর্ম ত্যাগ করিলে তিনি বৌদ্ধ মূলধনীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারীত্ব লাভের অযোগ্য গণ্য হইবেন এবং তাহার ফলে সেই উত্তরাধিকার লাভের অযোগ্য অধস্তন কিংবা ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির (মহিলা পুরুষ উভয়ই) উক্তরূপ বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগের পরে তাহার ঔরসজাত কিংবা গর্ভজাত সন্তান, স্ত্রী কিংবা বিধবা উক্ত মূল বৌদ্ধ মূলধনীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব লাভের অযোগ্য গণ্য হইবেন। সম্পত্তির উত্তরাধীকারিত্ব লাভের পর কেহ বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগ করিলে তাহার উত্তরাধীকারিত্ব লাভের অযোগ্যতার কারণে বৌদ্ধ ধর্ম পরিত্যাগের দিন হইতে রক্ষিত সম্পত্তি উৎসে ফিরিয়া আসিবে এবং তাহা অন্যান্য উত্তরাধীকারীদের মধ্যে নির্ধারিত হারে পুনবণ্টিত হইবে। আইনের এই ধারার কেউ অমান্য করিলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি সম্পত্তি পুনরুদ্ধারে আদালতের আশ্রয় লইতে পারিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
উইল ও দানপত্র

২৭। ক) **উইল**। বৌদ্ধ ধর্ম বিশ্বাসী যে কোন সাবালক সুস্থ মস্তিস্কের অধিকারী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তাহার সম্পত্তি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বরাবরে উইল করিতে পারিবেন। উক্ত উইল

(১) উইলকারীর মৃত্যুর পরেই কার্যকর হইবে;

(২) উইলকৃত সম্পত্তি বৈধ বা নিষ্কন্টক হইতে হইবে;

(৩) লিখিতভাবে সম্পাদিত হইবে;

(৪) দলিলে অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি পরিস্কারভাবে লিখিত থাকিতে হইবে;

(৫) উইলকৃত দলিলে দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে উইলকারীর স্বাক্ষর কিংবা টিপসই থাকিতে হইবে। এই দুই জন সাক্ষীও উইলনামায় সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর বা টিপসই প্রদান করিবে;

(৬) উইলকারী মৃত্যুর পূর্বে যেকোন সময় ইচ্ছা করিলে উইল প্রত্যাহার করিতে পারিবেন এমনকি পরিবর্তনও করিতে পারিবেন;

(৭) অজাত ব্যক্তি অর্থা জন্ম হয় নি এমন কারো উদ্দেশ্যে কোন সম্পত্তি উইল করা যাইবে না;

(৮) সম্পাদিত হওয়ার পর উইল দাতার জীবিত অবস্থায় উইল গ্রহণকারীর মৃত্যু হইলে, উক্ত উইল স্বাভাবিকভাবেই বাতিল হইবে;

৯) **উইলকারীর** মৃত্যুর পর উইল গ্রহণকারী বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত আইন অনুসারে প্রবেট গ্রহণ করিতে হইবে;

(১০) **উইলকারী** যাহাদের ভরণ পোষণ দিতে আইনতঃ বাধ্য, যেমনঃ স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, স্বামী তাহাদের জন্য মোট সম্পত্তির অর্ধেকাংশ রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ যেকোন পুরুষ/স্ত্রীলোক বা প্রতিষ্ঠানের নামে উইল করিতে পারিবেন; এবং

(১১) অবিভাজ্য সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন মোতাবেক নিজ নামে নাম জারী না থাকিলে উক্ত সম্পত্তি উইল করা যাইবে না।

খ) দান। (১) বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তি তাহার উত্তরাধিকারসূত্রে এককভাবে প্রাপ্ত সম্পত্তি কিংবা তাহার স্বোপার্জিত সম্পত্তি অপর কোনো বৌদ্ধ ব্যক্তিকে অথবা প্রতিষ্ঠানে অথবা কোনো জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান, বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অথবা কোনো শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানে দান করিতে পারিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ দান-ক্রিয়া, উক্ত ব্যক্তি মানবিক দৃষ্টিকোণ হইতে এবং আইনগত দিক হইতে ভরণ-পোষণ দিতে বাধ্য এমন বৈধ উত্তরাধিকারীদের বঞ্চিত করিয়া সম্পাদন করিতে পারিবেন না। এক্ষেত্রে দানকৃত সম্পত্তি মোট সম্পত্তির ২৫% এর বেশি হইতে পারিবে না।

(২) দানকার্য সম্পত্তি হস্তান্তর আইন ১৮৮২ এর ১২৩ ধারার বিধান মোতাবেক সম্পাদন করিতে হইবে।

(৩) দানকৃত সম্পত্তির দখলদাতার জীবদ্দশায় গ্রহীতার বরাবরে সরেজমিন কিংবা প্রতীকী দখল প্রদান করিতে হইবে।

(৪) দানপত্র দলিল সম্পাদনের তারিখে জাগতিকভাবে অস্তিত্ববিহীন অর্থাৎ অজাত কোনো ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের বরাবরে সম্পাদন করা যাইবে না।

গৃহত্যাগী ভিক্ষু বা শ্রামণের সম্পত্তির বিলি বন্টণ

সপ্তম অধ্যায়
দত্তক গ্রহণ

২৮। **দত্তক গ্রহণ।** (১) বৌদ্ধ ধর্ম বিশ্বাসী যে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক, শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ও সমর্থ, বিবাহিত বা অবিবাহিত যে কোন পুরুষ বা মহিলা, বিপত্নীক বা বিধবা কোন বৌদ্ধ সন্তানকে দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১) এর বিধান সত্ত্বেও দত্তকগ্রহীতা পুরুষ ও মহিলা যদি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ স্বামী-স্ত্রী হন, তাহা হইলে তাহারা পরস্পরের নিঃশর্ত সম্মতি ব্যতিরেকে দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৩) দত্তককৃত সন্তান অপ্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাহার স্বাভাবিক পিতা-মাতা অথবা অভিভাবক এর সম্মতি ব্যতিরেকে কোন দত্তক গ্রহণ করা যাইবে না।

(৪) দত্তক-সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাহার সজ্ঞান সম্মতি ব্যতিরেকে দত্তক প্রদান ও গ্রহণ করা যাইবে না।

২৯। **দত্তক গ্রহণে সক্রিয় মানসক্রিয়া।** দত্তক গ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত মানস-ক্রিয়া থাকিতে হইবে, যথা:

(ক) উত্তরাধিকার সৃষ্টির লক্ষ্যে,
(খ) স্বাভাবিক পিতা-মাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত সন্তানের প্রতি মানবিক মমত্ববশতঃ এবং
(গ) হতদরিদ্র নিরন্ন সন্তানের প্রতি মানবিক অনুকম্পাবশতঃ।

৩০। **দত্তকদত্ত সন্তান ফেরৎ আনয়ন।** দত্তকদত্ত সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে দত্তক প্রদানকারী স্বাভাবিক পিতামাতা যে কোনো সময় দত্তক গ্রহণকারী পিতামাতাকে দত্তকদত্ত সন্তানের প্রতিপালনে ব্যয়িত অর্থাদি পরিশোধ করিয়া এবং দত্তক সন্তানকে প্রদত্ত সম্পত্তি (যদি প্রদান করা হইয়া থাকে) ফিরাইয়া দিয়া দত্তক সন্তানকে ফেরৎ নিতে পারিবে।

৩১। **দত্তক গ্রহণে আনুষ্ঠানিকতা।** দত্তক গ্রহণের পর দত্তকগ্রহীতা

(ক) দত্তক গ্রহণের তারিখ হইতে যথাশীঘ্র সম্ভব সামাজিক কিংবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দত্তক সন্তানের উপস্থিতিতে দত্তক গ্রহণের বিষয় এবং উদ্দেশ্য ঘোষণা করিবেন;

(খ) বৌদ্ধ বিহারের দায়ক-দায়িকাদের নিকট এবং তাঁহাদের আত্মীয় পরিজনের নিকট তাহা প্রকাশ্যে প্রচার করিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, দত্তকগ্রহীতা কর্তৃক যদি উপরোক্ত (ক) ও (খ) উপধারার বিধান প্রতিপালন করা সম্ভব না হয় এবং দত্তকগৃহীত সন্তান তাঁহাদের নিকট নিরবচ্ছিন্নভাবে কমপক্ষে বার বছর সন্তানরূপে পালিত হয় তাহা হইলে দত্তক গৃহীত সন্তান তর্কাতীতভাবে তাহার ন্যায্য অধিকার প্রাপ্য হইবে।

৩২। **দত্তকগৃহীত সন্তানের উত্তরাধিকার।** (১) দত্তকগ্রহীতা যদি নিসন্তান হন এবং উত্তরাধিকার সৃষ্টির লক্ষ্যে দত্তক গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে দত্তক গৃহীত সন্তান দত্তক গ্রহীতার স্বাভাবিক সন্তানের ন্যায় উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করিবে।

(২) তিনি যদি মানবিক মমত্ব বশতঃ বা হতদরিদ্র নিরন্ন সন্তানের প্রতি মানবিক অনুকম্পাবশত বা অন্য কোনো কারণে দত্তক গ্রহণ করিয়া থাকেন,তাহা হইলে উক্ত দত্তকগৃহীত সন্তান দত্তকগ্রহীতার ত্যাজ্যবিত্তে তিনি ঔরসজাত সন্তান হইলে উত্তরাধিকারসূত্রে যাহা পাইতেন তাহার অর্ধাংশের উত্তরাধিকারী হইবেন এবং অবশিষ্ট অর্ধাংশ উত্তরাধিকার আইনের বিধান অনুসারে অনুক্রমিক পর্যায়ক্রমে উত্তরাধিকারিগণ লাভ করিবেন।

যদি কোনো বিধবা কিংবা কুমারী কন্যা কোনো সন্তানকে সর্বসাধারণের জ্ঞাতসারে দত্তক রূপে গ্রহণ করে এবং তৎপর কোনো পুরুষের সংগে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় সেই ক্ষেত্রে উক্ত পুরুষ তাঁহার স্ত্রীর বিবাহবন্ধনের পূর্বে দত্তকরূপে গৃহীত সন্তানের বি-পিতারূপে গণ্য হইবেন এবং উক্ত দত্তকরূপে গৃহীত সন্তান কেবলমাত্র তাহার প্রতিপালিকা মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাইবে ও বি-পিতার সম্পত্তির কোনরূপ উত্তরাধিকারিত্ব লাভের যোগ্য বিবেচিত হইবে না।

অষ্টম অধ্যায়
ভরণ-পোষণ

৩৩। **ভরণ-পোষণ।** কোনো বৌদ্ধ স্ত্রী আমৃত্যু স্বামীর নিকট হইতে পূর্ণ ভরণ-পোষণ পাইবার অধিকারী হইবেন। তবে তিনি যদি

(ক) বৌদ্ধ ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করেন; বা

(খ) দুশ্চরিত্র, অসতী বা ব্যভিচারিণী হন; বা

(গ) কুল ত্যাগিনী হন

তাহা হইলে স্বামীর নিকট হইতে ভরণ-পোষণ পাইবার অধিকারী হইবেন না।

৩৪। **স্ত্রীর স্বতন্ত্রভাবে বসবাস ও ভরণ-পোষণ।** নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বতন্ত্রভাবে বসবাসের এবং স্বামী কর্তৃক পূর্ণ ভরণ-পোষণের অধিকারী হইবেন, যথা:

(ক) যদি স্বামী কোনো অনিবার্য ও যৌক্তিক কারণ ছাড়া স্ত্রীর সম্মতি ব্যতিরেকে অথবা স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বস্থান ত্যাগ করিবার দোষে দুষ্ট হন অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রীকে উপেক্ষা করিয়া অথবা স্ত্রীকে পরিত্যক্ত অবস্থায় রাখিয়া ভিন্ন স্থানে বসবাস করেন;

(খ) স্বামীর নিষ্ঠুর আচরণে যদি স্ত্রীর মনে এমন ভীতির সঞ্চার হইবার সংগত কারণের উদ্ভব হয় যে স্বামীর সংগে একত্রে বসবাস করা তাঁহার জীবনের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর কিংবা মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হইবে;

(গ) যদি স্বামীর আরও এক বা একাধিক স্ত্রী বর্তমান থাকা প্রকাশ পায় বা স্বামী যদি স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিরেকে অন্য মহিলাকে বিবাহ করেন,

(ঘ) স্বামী যদি স্ত্রীর সহিত বসবাসরত গৃহে রক্ষিতা লইয়া আসেন অথবা যদি অভ্যাসগতভাবে রক্ষিতার বাসস্থানে কালাতিপাত করেন;

(ঙ) উপরিউক্ত কারণাদির যে কোনো একটি ছাড়াও স্ত্রীর পক্ষে যদি যুক্তিসংগত অন্য কোনো অনিবার্য কারণ থাকে।

তবে স্ত্রী যদি দুশ্চরিত্রা হন বা স্বামীর এবং তাঁহার বংশের মান-মর্যাদা হানিকর কাজ করেন অথবা কূলত্যাগিনী হন অথবা বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সেই স্ত্রী স্বামী কর্তৃক ভরণ-পোষণের অধিকারী হইবেন না।

৩৫। **বৌদ্ধ বিধবার ভরণ-পোষণ।** কোনো বৌদ্ধ বিধবা তাহার মৃত স্বামীর পিতা মাতার নিকট হইতে ভরণ-পোষণ পাইবার অধিকারী হইবেন, যদি

(ক) তিনি তাঁহার স্বোপার্জিত অর্থে অথবা তাহার অন্য কোনো সম্পত্তির আয় হইতে প্রাপ্ত অর্থে জীবন যাপনে অক্ষম হন; অথবা

(খ) তাঁহার মৃত স্বামীর ভূ-সম্পত্তি হইতে ভরণ-পোষণ লাভে সমর্থ না হন; অথবা

(গ) নিজ পিতা-মাতার ভূসম্পত্তি হইতে ভরণ-পোষণ লাভে সমর্থ না হন; অথবা

(ঘ) সন্তানের উপার্জিত অর্থ হইতে ভরণ-পোষণ করা সম্ভব না হয়; অথবা

(ঙ) তিনি পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না হন ;

তবে শর্ত থাকে যে, বিধবার মৃত স্বামীর পিতামাতার যদি তাঁহাকে ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় সামর্থ্য না থাকে সেইক্ষেত্রে মৃত স্বামীর পিতামাতা উক্তরূপ ভরণ-পোষণ বহনে বাধ্য থাকিবেন না;

আরো শর্ত থাকে যে, বিধবা যদি পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তাহা হইলে তিনি তাঁহার মৃত স্বামীর **পিতামাতা বা** ঔরসজাত সন্তানের নিকট হইতেও ভরণ-পোষণ লাভের উপযুক্ত গণ্য হইবেন না।

৩৬। **পিতামাতার ভরণ-পোষণ।** একজন বৌদ্ধ তাহার বৃদ্ধ, অক্ষম ও আয়ের উৎসহীন পিতামাতাকে আমৃত্যু ভরণ-পোষণ প্রদান করিবেন।

৩৭। **সন্তানের ভরণ-পোষণ।** (১) কোন বৌদ্ধ পিতামাতা তাঁহার বৈধ বা অবৈধ এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের ভরণ-পোষণ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধানসত্ত্বেও কোনো কন্যাসন্তান বিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত এবং কোনো সন্তান উপার্জনসক্ষম/**সাবালক** না হওয়া পর্যন্ত পিতামাতার নিকট হইতে ভরণ-পোষণ পাইবার অধিকারী হইবেন।

৩৮। **নির্ভরশীলের ভরণ-পোষণ।** (১) মূলধনীর ত্যাজ্যবিত্তের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির উপ-স্বত্ব হইতে তাঁহার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগণ ভরণ-পোষণ পাইবার অধিকারী হইবেন, যদি কোনো নির্ভরশীল মূলধনীর ত্যাজ্যবিত্তের কোনো অংশ লাভ না করেন;

(২) নির্ভরশীলগণ মূলধনীর ত্যাজ্যবিত্তের উত্তরাধিকারীদের প্রত্যেকের প্রাপ্ত অংশের আনুপাতিক হারে ভরন-পোষণ প্রাপ্য হইবেন।

৩৯। **ভরণ-পোষণ নির্ধারণ।** (১) এই আইনের অধীনে দেয় ভরণ-পোষণের বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে আদালত উহা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(২) বিধবা, সন্তান এবং বৃদ্ধ কিংবা অক্ষম পিতামাতাকে দেয় ভরণ-পোষণের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে আদালত নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনায় আনিবেন

(ক) প্রার্থীর অবস্থান ও সামাজিক পদমর্যাদা;

(খ) প্রার্থীর দাবীর যৌক্তিকতা;

(গ) প্রার্থী পৃথকভাবে বসবাস করিলে উহা করার যৌক্তিকতা;

(ঘ) প্রার্থীর নিজস্ব সম্পদ ও তদ্‌লব্ধ আয়;

(ঙ) প্রার্থী একাধিক হইলে, তাহাদের সংখ্যা এবং যোগ্যতার আনুপাতিক হার।

(৩) উপধারা (২)-এ বর্ণিত নির্ভরশীল ব্যতীত অন্যান্য নির্ভরশীলের ভরণ-পোষণের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে আদালত ধারা ৩৩ এর বিষয়গুলি বিবেচনায় আনিবেন।

৪০। **বৌদ্ধ ব্যতীত অন্য কাহারো ভরণ-পোষণ।** এ আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আচার-আচরণ-অনুষ্ঠান ইত্যাদি অনুশীলন দ্বারা দৃশ্যত বৌদ্ধধর্ম পালন করেন না এমন কোনো ব্যক্তি বৌদ্ধ মূলধনীর নিকট হইতে অথবা তাহার অবর্তমানে তাঁহার ত্যাজ্যবিত্ত হইতে কোন রূপ ভরণ-পোষণের অধিকারী হইবেন না।

৪১। **ভরণ-পোষণযোগ্য দাবিদার।** ভরণ-পোষণের যোগ্য দাবিদার 'নির্ভরশীল' যে সম্পদ হইতে ভরণ-পোষণের অধিকার রাখেন সেই সম্পদ অথবা উহার অংশবিশেষ যদি হস্তান্তরিত হয় এবং অনুরূপ হস্তান্তরগ্রহীতা যদি উক্ত সম্পদ হইতে 'নির্ভরশীলের' ভরণ-পোষণের অধিকার সম্পর্কে জ্ঞাত থাকেন কিংবা জ্ঞাত থাকিবার সংগত কারণ থাকে অথবা অনুরূপ হস্তান্তরে যদি পণশূন্য হয় তাহা হইলে নির্ভরশীলের ভরণ-পোষণের অধিকার উক্ত হস্তান্তরগ্রহীতার উপরও প্রয়োগ করা যাইবে; কিন্তু উক্তরূপ হস্তান্তর যদি উপযুক্ত পণের বিনিময়ে হয় এবং হস্তান্তর গ্রহীতা যদি 'নির্ভরশীলের' উক্তরূপ ভরণ-পোষণের অধিকার সম্পর্কে জ্ঞাত না থাকেন কিংবা জ্ঞাত থাকিবার কোনো সংগত কারণ না থাকে তাহা হইলে উক্তরূপ হস্তান্তরগ্রহীতার উপর কোনো 'নির্ভরশীল' কোন ভরণ-পোষণের 'উপযুক্ত' অধিকার পাইবেন না।

নবম অধ্যায়
অপ্রাপ্তবয়স্কতা ও অভিভাবকত্ব

৪২। **অভিভাবক।** (১) অপ্রাপ্তবয়স্ক বৌদ্ধ সন্তানের অভিভাবক হইবে,

(ক) পুত্রের বা অবিবাহিতা কন্যার ক্ষেত্রে পিতা, পিতার অবর্তমানে মাতা। তবে অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের বয়স সাত বছর পূর্ণ না হইলে সেইক্ষেত্রে উক্ত সন্তানের অভিভাবকত্ব মাতার উপর বর্তাইবে। পিতা ও মাতার অবর্তমানে কোন নাবালকের অভিভাবকত্ব আদালত কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(খ) বিবাহ বহির্ভূত জাত পুত্র ও কন্যার ক্ষেত্রে মাতা, মাতার অবর্তমানে পিতা;

(গ) বিবাহিতা নারীর ক্ষেত্রে তাহার স্বামী।

(২) কোনো ব্যক্তি

(ক) বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী না হইলে; বা

(খ) বৌদ্ধ ধর্ম ত্যাগ করিলে; বা

(গ) সংসারধর্ম ত্যাগ করিলে

অপ্রাপ্তবয়স্ক কোনো বৌদ্ধ সন্তানের অভিভাবক হইবার যোগ্য হইবেন না।

৪৩। **দত্তক সন্তানের অভিভাবক।** কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক বৌদ্ধ দত্তক সন্তানের অভিভাবক হইবেন দত্তকগ্রহীতা পিতা, পিতার অবর্তমানে দত্তকগ্রহীতা মাতা।

৪৪। **অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের স্বাভাবিক অভিভাবকের দায়িত্ব।** (১) অপ্রাপ্তবয়স্ক কোনো বৌদ্ধ সন্তানের স্বাভাবিক অভিভাবক ঐ সন্তানের অপরিহার্য প্রয়োজনে কিংবা অন্যবিধ উপকারার্থে ভূ-সম্পত্তির উদ্ধার, রক্ষণ অথবা অন্যবিধ কল্যাণার্থে সর্বপ্রকার কর্ম সম্পাদন করিতে পারিবেন, তবে,

(ক) উক্ত অভিভাবকের ব্যক্তিগত কোনো দলিল কিংবা চুক্তিপত্র দ্বারা উক্ত সন্তানকে কিংবা তাহার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিকে দায়বদ্ধ করিতে পারিবেন না;

(খ) উপযুক্ত আদালতের পূর্বানুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে উক্ত অভিভাবক তাঁহার রক্ষণাধীন অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের স্থাবর সম্পত্তি কিংবা উহার অংশবিশেষ বন্ধক দিতে অথবা গচ্ছিত রাখিতে অথবা দান, বিক্রয়, বিনিময় অথবা অন্য কোনো দলিল সম্পাদন দ্বারা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না।

(২) কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক বৌদ্ধ সন্তানের স্বাভাবিক অভিভাবক তাঁহার রক্ষণাধীন অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের অস্থাবর সম্পত্তি সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ কোনো প্রকারে দায়বদ্ধ কিংবা হস্তান্তর করিলে উক্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পর হইতে ৩ বছরের মধ্যে অথবা তাঁহার সূত্রে প্রাপ্ত অপর কোনো ব্যক্তি উপযুক্ত আদালতে তাঁহার অনুরূপ সম্পত্তি সম্পর্কে উপরোক্তরূপ দায়বদ্ধকরণ কিংবা হস্তান্তরকরনের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিলে আদালত তাহা যথাযোগ্য বিবেচনান্তে উক্তরূপ দায়বদ্ধকরণ কিংবা হস্তান্তরকরণ ক্রিয়া বাতিল ঘোষণা করিতে পারিবেন।

(৩) অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের অপরিহার্য প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কিংবা প্রত্যক্ষ উপকারের জন্য ভিন্ন অন্য কোনো প্রকার কারণে আদালত অভিভাবককে উক্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে কোনো কর্ম সম্পাদন বা হস্তান্তরের অনুমতি প্রদান করিবেন না।

(৪) উপধারা (১) এর (খ) দফার আলোকে অভিভাবক কর্তৃক আদালতের অনুমতি প্রাপ্তির আবেদন এবং তদ্‌সংক্রান্ত সর্ববিষয় "Guardian and Wards Act, 1890 (Act No. viii of 1890)" এর বিধানাবলি এমনভাবে কার্যকর হইবে যেন উক্ত আবেদন উক্ত Act এর ২৯ ধারা অনুসারে দায়ের করা হইয়াছে, এবং বিশেষ করিয়া,

(ক) অনুরূপ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত কার্যক্রম উক্ত Act এর ৪ (ক) ধারা অনুসারে গৃহীত কার্যক্রম বলিয়া বিবেচিত হইবে;

(খ) আদালত উক্ত Act এর ৩১ ধারার (২), (৩) এবং (৪) উপ-ধারার বিধানসমূহ অনুসরণ করিবেন, যাহা করিবার ক্ষমতা আদালত সংরক্ষণ করেন;

(গ) উপরিউক্ত (১) উপ-ধারার বিধান অনুসারে অভিভাবক কর্তৃক দায়েরকৃত অনুমতি প্রার্থনার আবেদন আদালত অগ্রাহ্য করিলে, সংক্ষুব্ধ অভিভাবক উচ্চতর আদালতে আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

৪৫। আদালতের প্রয়োগযোগ্যতা। এই আইন হইতে উদ্ভূত বিবাহ বিচ্ছেদ, অভিভাবকত্ব, ভরণপোষন সংক্রান্ত মোকদ্দমা সমূহ "পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫" এর বিধান মোতাবেক স্থাপিত আদালতে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে "সিভিল কোর্টস এ্যাক্ট ১৮৮৭" এর বিধান মোতাবেক স্থাপিত আদালতে বিচারযোগ্য হইবে। মামলা দায়ের, সমন জারী, বিচারের জন্য প্রস্তুতকরন, রায় প্রদান ও ডিক্রি জারীকরনের ক্ষেত্রে পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ ও দেওয়ানী কার্যবিধি ১৯০৮ এর বিধানাবলী যতদূর প্রযোজ্য অনুসরন করা হইবে।

৪৬। কোর্ট ফি। আদালতে উপস্থাপিত যে কোনো মামলার কোর্ট ফি "কোর্ট ফিস এ্যাক্ট ১৮৭০" এর বিধান মোতাবেক নির্ধারিত হইবে।

৪৭। **বিচারাধীন মামলার ক্ষেত্রে বিধান।** এই আইনে যাহা কিছুই উল্লেখ থাকুক না কেন, এই আইনে উল্লেখিত বিষয়সমূহের বা বিষয়সমূহ হইতে উদ্ভূত সকল মামলা, আপিল এবং অন্যান্য বৈধ কার্যধারা

এই আইন শুরু হইবার অব্যবহিত পূর্বে যে আদালতে বিচারাধীন ছিল তাহা সেই আদালতে থাকিবে এবং সেই আদালতে তাহা এমনভাবে শুনানি ও নিষ্পত্তি হইবে যেন এই আইন প্রণীত হয় নাই।

দশম অধ্যায়

তফসিলসমূহ

তফসিল ১

প্রথম শ্রেণির উত্তরাধিকারীগণ :
পুত্র ও কন্যা, বিধবা, স্বামী, মাতা, পূর্বমৃত পুত্রের পুত্র, পূর্বমৃত পুত্রের কন্যা, পূর্বমৃত কন্যার পুত্র, পূর্বমৃত কন্যার কন্যা, পূর্বমৃত পুত্রের বিধবা, পূর্বমৃত পুত্রের পূর্বমৃত পুত্রের পুত্র, পূর্বমৃত পুত্রের পূর্বমৃত পুত্রের কন্যা, পূর্বমৃত পুত্রের পূর্বমৃত পুত্রের বিধবা।

উত্তরাধিকারের অনুক্রমিক বিন্যাস :
তফসিলভুক্ত প্রথম শ্রেণি
সম্পত্তির বিলি-বণ্টন ব্যবস্থার লিখিত ও নিবন্ধিত দলিল ব্যতিরেকে মৃত মূলধনীর ত্যাজ্যবিত্তের উত্তরাধিকারীগণ ঃ
সন্তান
বিধবা
স্বামী
মাতা
পূর্বমৃত পুত্রের পুত্র
পূর্বমৃত পুত্রের কন্যা
পূবমৃত কন্যার পুত্র
পূবমৃত কন্যার কন্যা
পূর্বমৃত পুত্রের বিধবা
পূর্বমৃত পুত্রের পূর্বমৃত পুত্রের পুত্র
পূর্বমৃত পুত্রের পূর্বমৃত পুত্রের কন্যা
পূর্বমৃত পুত্রের পূর্বমৃত পুত্রের বিধবা
ইহারা সকলে তফসিলভুক্ত প্রথম শ্রেণির উত্তরাধিকারীরূপে (১৭ ধারার বিধানমতে) অপরাপর সকল উত্তরাধিকারীর চাইতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যুগপৎ উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করিবেন।

দ্বিতীয় শ্রেণির উত্তরাধিকারীগণ :
(১) পিতা;
(২) (ক) পুত্রের কন্যার পুত্র, (খ) পুত্রের কন্যার কন্যা, (গ) ভ্রাতা, (ঘ) ভগ্নী
(৩) (ক) কন্যার পুত্রের পুত্র, (খ) কন্যার পুত্রের কন্যা, (গ) কন্যার কন্যার পুত্র, (ঘ) কন্যার কন্যার কন্যা
(৪) (ক) ভ্রাতার পুত্র, (খ) ভগ্নীর পুত্র, (গ) ভ্রাতার কন্যা, (ঘ) ভগ্নীর কন্যা
(৫) পিতার পিতা, পিতার মাতা
(৬) ভ্রাতার বিধবা
(৭) পিতার ভ্রাতা, পিতার ভগ্নী
(৮) মাতার পিতা, মাতার মাতা
(৯) মাতার ভ্রাতা, মাতার ভগ্নী
ব্যাখ্যা : তফসিল বর্ণিত ভ্রাতা ও ভগ্নী বলিতে বৈপিত্রেয় রক্ত সম্পর্কের ভ্রাতা ভগ্নী বুঝাইবে না।

তফসিল ২

ছক (১)
বৌদ্ধ বিবাহ নিবন্ধনপত্র

নিবন্ধন সংখ্যা তারিখ:

বরের পাসপোর্ট আকারের ছবি

কনের পাসপোর্ট আকারের ছবি

১। বিবাহবন্ধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার স্থান (নাম সহ)
ঠিকানা :
গ্রাম/এলাকা থানা/উপজেলা
জেলা দেশ

২। বিবাহবন্ধন অনুষ্ঠানের তারিখ :

৩। (ক) বরের পূর্ণ নাম (ডাক নাম সহ) বাংলায় :
ইংরেজিতে :
পরিচয়পত্র নং :
জন্মনিবন্ধন নং (যদি থাকে): জাতীয়তা
বয়স (জন্মতারিখ)
শিক্ষাগত যোগ্যতা পেশা

ঠিকানা :
গ্রাম/এলাকা ডাকঘর
উপজেলা/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন জেলা দেশ
(খ) বরের পিতার নাম
বরের মাতার নাম

৪। (ক) কনের পূর্ণ নাম (ডাক নাম সহ) বাংলায় :
ইংরেজিতে :
জাতীয় পরিচয় পত্র নং :
জন্মনিবন্ধন নং (যদি থাকে): জাতীয়তা
বয়স (জন্মতারিখ)
শিক্ষাগত যোগ্যতা পেশা
ঠিকানা :
গ্রাম/এলাকা ডাকঘর
উপজেলা/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন জেলা দেশ
(খ) কনের পিতার নাম
কনের মাতার নাম

৫। বরের পিতৃকূলের বিহারের নাম
ঠিকানা ঃ
গ্রাম/এলাকা ডাকঘর
উপজেলা জেলা দেশ

৬। কনের পিতৃকুলের বিহারের নাম
ঠিকানা :
গ্রাম/এলাকা ডাকঘর
উপজেলা জেলা দেশ

৭। বিবাহবন্ধনে বর-কনের প্রতি 'মঙ্গলসূত্র' দেশক ভিক্ষুর নাম
বিহারের নাম
ঠিকানা :
গ্রাম/এলাকা ডাকঘর
উপজেলা জেলা দেশ

৮। বিবাহবন্ধন-মন্ত্রদাতা গৃহীর নাম
ঠিকানা ঃ
গ্রাম/এলাকা ডাকঘর
উপজেলা জেলা দেশ

বরের স্বাক্ষর ও তারিখ বরের পিতার/মাতার স্বাক্ষর মঙ্গলসূত্র দেশক ভিক্ষুর স্বাক্ষর
(অবর্তমানে অভিভাবক এর স্বাক্ষর)

বর পক্ষের গণ্যমান্য ব্যক্তির স্বাক্ষর

১। ....

২। ....

কনের স্বাক্ষরও তারিখ কনের পিতার/মাতার স্বাক্ষর বিবাহবন্ধন মন্ত্র দাতা গৃহীর স্বাক্ষর
(অবর্তমানে অভিভাবক এর স্বাক্ষর)

কনে পক্ষের গণ্যমান্য ব্যক্তির স্বাক্ষর

১। ....

২। ....

সভাপতি/সাধারন সম্পাদক
বিহার পরিচালনা কমিটি
সিল

বিহারাধ্যক্ষ
বিহার
সিল

ছক (২)

বৌদ্ধ বিবাহবন্ধন নিবন্ধন পুস্তক

নিবন্ধনকারী বিহারের নাম
ঠিকানা :
গ্রাম/এলাকা ডাকঘর
থানা জেলা দেশ
বিহারাধ্যক্ষের নাম
বিহার কমিটি সভাপতির নাম

১। বরের নাম: বাংলায়
ইংরেজিতে
ঠিকানা :

২। কনের নাম: বাংলায়
ইংরেজিতে

ঠিকানা :

৩। বরের পিতার নাম
মাতার নাম

৪। কনের পিতার নাম
মাতার নাম

৫। মঙ্গলসূত্রদেশক ভিক্ষুর নাম
ঠিকানা :

৬। বিবাহবন্ধন মন্ত্রদাতা গৃহীর নাম
ঠিকানা :

৭। বিবাহবন্ধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার তারিখ
স্থান (ঠিকানাসহ) :

৮। বরপক্ষের সাক্ষীদের নাম, স্বাক্ষর, ঠিকানা

৯। কনেপক্ষের সাক্ষীদের নাম, স্বাক্ষর, ঠিকানা

১০। বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে-
(ক) (১) ডিক্রি প্রদানকারী আদালতের নাম-
(২) মোকদ্দমার নম্বর- (৩) ডিক্রির তারিখ
(খ) (১) সার্টিফিকেট প্রদানকারী দপ্তরের নাম-
(২) স্মারক নম্বর (৩) তারিখ